জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১ ডিসেম্বর

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১২

এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার

এইচআইভি সংক্রমন ও এইডস মৃত্যু : নয় একটিও আর।
বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার।

Getting to Zero : Zero New HIV Infections.
Zero Discrimination and Zero AIDS Related Deaths.

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১২ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র- ১ ডিসেম্বর ২০১২, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
০১ ডিসেম্বর ২০১২

বাণী

প্রতি বছর ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হয়। এই দিনটিতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এইচআইভি এবং এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এইডস সংক্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুক্তভাবে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও এবং মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি মানুষ এইডস প্রতিরোধের এই কার্যক্রমে নতুন করে উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে।

বাংলাদেশে এই মহামারির ধরণের উপর ভিত্তি করে সঠিক নেতৃত্ব, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা-৬ অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি এবং মাঠ পর্যায়ের জনগণ এইচআইভি প্রতিরোধ এবং এইচআইভি আক্রান্তদের যত্ন এবং চিকিৎসা প্রদানে সহযোগিতা করে আসছে। আমি আশাকরি এইচআইভি প্রতিরোধের যে প্রতিশ্রুতি, " এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু : নয় একটিও আর। বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার " সকলে মিলে আমরা এটি অর্জনে সমর্থ্য হব।

আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই এইচআইভির শুধু স্বাস্থ্যগত দিক নয় বরং এর অন্যান্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করুন। আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির পাশাপাশি শিশু, তরুণ সমাজ এবং নারীদের দিকে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০১২ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ জিল্লুর রহমান

এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু : নয় একটিও আর। বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার।

ভূমিকা: এইডস শুধু একটি রোগ নয়, বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও উন্নয়ন সমস্যা হিসেবেও এটি চিহ্নিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই কম বা বেশী মাত্রায় এইচআইভি/এইডস বিস্তার লাভ করেছে। আফ্রিকা মহাদেশের সাব-সাহারান দেশগুলোতে এইচআইভি/এইডস মহামারী আকার ধারণ করেছে। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পুরুষ সমকামীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব দেশে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন মাদক ব্যবহারকারী, ভাসমান জনগোষ্ঠী এবং কারাবন্দীদের মধ্যে ঘনীভূত আকারে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়েছে সেসব দেশে মহিলাদের মধ্যেও সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে যৌন প্রক্রিয়ায় তবে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যেও এইচআইভি সংক্রমণ আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এইচআইভি ও এইডস: এইচআইভি হলো হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV: Human Immuno-deficiency Virus)। এই ভাইরাস সংক্রমণের ফলে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এক সময় এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থাকে এইডস বলে। এক পর্যায়ে এসে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সাধারণত এইচআইভি সংক্রমণ থেকে শুরু করে এইডস হওয়া পর্যন্ত একজন রোগীর গড়ে ৩ থেকে ১০ বছর বা তার বেশী সময় লাগে। তবে নিয়মিত ঔষধ সেবন ও সঠিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে জীবন-যাপন করলে এই সময়কে দীর্ঘায়িত করা সম্ভব। বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত এইডসের কোনো প্রতিষেধক, টিকা বা পরিপূর্ণ কার্যকর চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু কিছু ঔষধ রয়েছে যা এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর জীবন দীর্ঘায়িত করে। তবে কিছু নিয়ম মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণে বাংলাদেশ এইচআইভি সংক্রমণের হার কম হলেও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বিদ্যমান থাকার ফলে বাংলাদেশে এইচআইভি বিস্তারের যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস বিস্তারের ঝুঁকিসমূহ:

- ***ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ:*** বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ (যেমন: অনিরাপদ যৌনমিলন, অপরিশোধিত রক্তগ্রহণ, সুঁইয়ের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি) বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি'র ঘনীভূত মহামারী চলছে। আশার কথা হলো, সাম্প্রতিককালে এই সংক্রমণের মাত্রা খানিকটা কমে এসেছে।
- ***ভৌগোলিক অবস্থান:*** পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে (যেমন: ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড) উচ্চমাত্রায় এইচআইভি আক্রান্তের হার।
- ***ভ্রমণ ও মানব পাচার:*** পেশাগত ও বিভিন্ন কাজে দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ ভ্রমণ, অবৈধভাবে নারী ও শিশু পাচার।
- ***সঠিক তথ্য ও জ্ঞানের অভাব:*** সাধারণ মানুষের মাঝে এইচআইভি সম্পর্কিত সঠিক তথ্য, জ্ঞান ও ঝুঁকি অনুধাবনের মাত্রা কম।
- ***চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপ্রতুল ব্যবস্থা:*** এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও দেশে এইচআইভি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।
- ***কনডম ব্যবহারের নিম্নহার:*** বিভিন্ন গবেষনায় বাংলাদেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীসহ ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে কনডম ব্যবহারে নিম্নহার পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া যৌনকর্মীদের মাঝে তাদের খদ্দেরদের কনডম ব্যবহারে উৎসাহিত করার প্রবণতা কম থাকায় এই ঝুঁকির মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ***নারীর ক্ষমতায়নের অভাব:*** আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী তাদের পারিবারিক জীবনে এখোনো যৌন বিষয়ে স্বামীর ইচ্ছার প্রতি নির্ভরশীল ও তারা নিজেরা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। এতে তাদের মধ্যেও ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ***অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব:*** বিদেশগামী অনেক কর্মী এইচআইভি বিষয়ে সচেতন না থাকায় অনেকসময় এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাছাড়া সমসাময়িক বিশ্বে আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেকে দেশে ফেরত আসছে। তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাবে অনেক সময় তাদের স্ত্রীরাও এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং এইচআইভিতে আক্রান্ত শিশুর জন্ম দিচ্ছে।
- ***সামাজিক অপবাদ ও বৈষম্য:*** যৌনকর্মী, শিরায় নেশাগ্রহণকারী ও এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সামাজিক অপবাদ ও বৈষম্যমূলক আচরণ।

এইচআইভি/এইডস যেভাবে সংক্রমিত হয়:

- ***যৌনমিলনের মাধ্যমে:*** অনিরাপদ বা কনডম ছাড়া যৌনমিলনের মাধ্যমে।
- ***রক্তের মাধ্যমে:*** অপরীক্ষিত ও এইচআইভিতে সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে অথবা এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির কিডনি, চোখ বা অন্য কোন অঙ্গ দেহে প্রতিস্থাপন করলে।
- ***শিরায় মাদক দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে:*** একই সুই-সিরিঞ্জ দিয়ে দুই বা বহুজনে মিলে মাদক গ্রহণের সময় এদের মধ্যে কেউ এইচআইভি আক্রান্ত থাকলে অন্যরাও সংক্রমিত হতে পারে।
- ***অপরিশোধিত চিকিৎসা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে:*** সংক্রমিত ব্যক্তির চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত কাঁচি, ব্লেড, ক্ষুর ইত্যাদি ধারালো যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত বা পরিশোধিত না করে পুনরায় ব্যবহার করলে।
- ***মা থেকে সন্তানের মধ্যে:*** এইচআইভি আক্রান্ত কোন মহিলা গর্ভধারণ করলে- গর্ভাবস্থায়, জন্মের সময় অথবা জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ পানের মাধ্যমে তার সন্তানের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
০১ ডিসেম্বর ২০১২

বাণী

বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এইডস প্রতিরোধে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। "বিশ্ব এইডস দিবস-২০১২ তে" আপনাদের কাছে এই তথ্যটি দিতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি।

বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি/এইডস সনাক্ত হওয়ার আগেই বাংলাদেশ সরকার জাতীয় এইডস কমিটি তৈরী করেছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি অংগ প্রতিষ্ঠান ; জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম সারা দেশ ব্যাপি এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর সাথে বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সাহায্য সংস্থা এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ সরকার, এইডস প্রতিরোধের জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছে এবং এই উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট প্রণয়ন করেছে যাতে করে বাংলাদেশ সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করতে পারে এবং এইডস বিষয়ে স্বাস্থ্যগত এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে এইডস বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে আসছে। বাংলাদেশে এইচআইভি নিয়ে যেসব আর্ন্তজাতিক সংস্থা কাজ করছে তারা সকলেই বাংলাদেশ সরকারের সাথে একই কার্যকাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করছে এবং একই লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি সকলকে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সহযোগিতা মূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানাই।

আমি "বিশ্ব এইডস দিবস - ২০১২" এর সফলতা কামনা করছি।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ বছর 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ভয়াবহ এই রোগের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই দিবস পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা জানাই অভিনন্দন। আমরা সৌভাগ্যবান যে, বাংলাদেশ এখনো এইচআইভি এবং এইডস এর মাত্রা সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে আমাদেও দেশের আর্থ সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থান এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কিছু সুনির্দিষ্ট আচরণের জন্য আমাদের এইচআইভির ঝুঁকি আছে একথা অনস্বীকার্য।

সরকার সকল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন, সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী, পুরুষ এবং নারী যৌনকর্মী, সমকামী এবং যারা ইতিমধ্যেই এইচআইভিতে সংক্রমিত হয়েছেন এই সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

তবে এখনো অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও যৌনরোগ, হেপাটাইটিস-সি'র প্রভাব থাকায় এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সচেতনতা বা সক্রিয়তা না থাকায় এ বিষয়ে সকলকে একযোগে নিবিড়ভাবে কাজ করে যেতে হবে।

সম্প্রতি আমাদের নবম সেরো-সার্ভেলেন্স রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভির মাত্রা অষ্টম সার্ভেলেন্সের তুলনায় বাড়েনি। বাংলাদেশে এইচআইভির মাত্রা সিরিঞ্জে নেশা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মাধ্যে উঠানামা করে, আমরা এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভির মাত্রা কমিয়ে এনেছি। তবে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না, সিরিঞ্জের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারী এবং অন্যান্য সকল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের সেবা, সচেতনতা এবং চিকিৎসা অব্যাহত রাখার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব এইডস দিবস-২০১২' এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক

এইচআইভি/এইডস যেভাবে সংক্রমিত হয় না:
এইচআইভি মানবদেহের বাইরে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। তাই উপরিউক্ত কারণসমূহ ছাড়া সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক বা মেলামেশার মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ হয় না। যেমন:

- এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত আসবাবপত্র, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড় ব্যবহার, আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন বা কোলাকুলি করা, স্বাভাবিক চলাফেরা বা মেলামেশা করা, খেলাধুলা করা, একসাথে একই স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করা, একই পরিবারে একসাথে বসবাস করা, একই বাথরুম, টয়লেট ব্যবহার করা, একই পুকুরে বা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটা ইত্যাদি কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হয় না।
- খাদ্য, পানি, বাতাস, হাঁচি-কাশি বা মলমূত্রের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ হয় না।
- কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় বা মশার কামড়ে এইচআইভি সংক্রমণ হয় না।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে করণীয়:
এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে নিচের তথ্যগুলো আমাদের নিজে জানা এবং অপরকে জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইসাথে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনেও সচেষ্ট হতে হবে।

- যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।
- যৌনমিলনে ঝুঁকি এড়াতে সঠিক নিয়মে কনডম ব্যবহার করতে হবে।
- চিকিৎসার কারণে রক্ত গ্রহণের পূর্বে রক্তদাতার রক্তে এইচআইভি জীবাণু আছে কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে এবং নিরাপদ রক্ত ব্যবহার করতে হবে।
- একই সুঁই-সিরিঞ্জ দিয়ে একের অধিক ব্যক্তির মাদকগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে।
- এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের গর্ভের সন্তানের এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে। তাই এইচআইভি আক্রান্ত মহিলাদেরকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে গর্ভধারণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- বন্ধু/বান্ধব/প্রতিবেশী সবাইকে এইডস সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সচেতন করতে হবে।
- সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠী, বিশেষত তরুণদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় গড়ে তুলতে হবে।

এইচআইভি প্রতিরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ:
বিশ্ব এইডস দিবস- ২০১২-এর উপজীব্য অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে এইচআইভি'র নতুন সংক্রমণ, এইডস আক্রান্ত মানুষের প্রতি অপবাদ ও বৈষম্য, এবং এইডস-এ মৃত্যু শূন্যমাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। এ বিষয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি আছে সামাজিক কুসংস্কার। অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এইচআইভি প্রতিরোধে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। এইচআইভি প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

- ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি ভাইরাস সনাক্ত হওয়ার কয়েক বছর আগেই (১৯৮৫ সালে) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সাংসদ ও এনজিও'দের নিয়ে জাতীয় এইডস কমিটি গঠিত হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। জাতীয় এইডস কমিটি'র অধীনে একটি টেকনিক্যাল কমিটি এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিষয়ক আরো দু'টি সাব কমিটি গঠিত হয়।
- বাংলাদেশে বাস্তবায়িত এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মসূচির সমন্বয় ও নেতৃত্বের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম গঠিত হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে এইচআইভি/এইডস এবং যৌনরোগ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণীত হয় এবং ১৯৯৭ সালে ক্যাবিনেটে অনুমোদিত হয়।
- জাতীয় এইডস কমিটি'র তত্ত্বাবধানে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২; ২০০৪-২০১০ এবং ২০১১-২০১৫ প্রণীত হয়।
- এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ১৬টি মন্ত্রণালয়ে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক ফোকালপার্সন নিযুক্ত করেছে।
- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র- ২০০৫'এ এইচআইভি প্রতিরোধে সরকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে।
- নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে সেরোলজিক্যাল ও বিহেভিয়ারাল সার্ভেইল্যান্স এবং বিভিন্ন জরিপ পরিচালিত হচ্ছে।
- ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত এইচআইভি/এইডস বিষয়ক লন্ডন সামিট এবং ২০০১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক বিশেষ সেশনে (UNGASS) বাংলাদেশ সমর্থন দান ও সাক্ষর করে।
- ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘের "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ (Millenium Development Goal/ MDG-6)" এবং এইচআইভি/এইডস বিষয়ক বিশেষ সেশন (UNGASS)-এর ঘোষণা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বদ্ধ পরিকর।
- সরকারের নেতৃত্বে বাস্তবায়নকারী এনজিও ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, মাদক ব্যাবহারকারী ও যৌনকর্মীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা এবং এইচআইভি ও যৌনরোগ বিষয়ক ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস, যৌনরোগ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ যৌন আচরণ, এইচআইভি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা ও সহায়তা, যুববান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, জীবন দক্ষতা শিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ম্যানুয়াল, মডিউল ও মানদণ্ড প্রণীত হয়েছে।
- সরকারের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচিতে, এইচআইভি/এইডস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় বেসরকারী সংস্থাসমূহকে এইচআইভি প্রতিরোধে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।
- এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব তহবিলসহ গ্লোবাল ফান্ড, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ডিএফআইডি, ইউএসএআইডি, সিডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জিআইজেড'সহ (সাবেক জিটিজেড) অনেক দাতা সংস্থা থেকে তহবিল গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের সময়োপযোগী নানামুখী উদ্যোগ ও প্রতিরোধ কর্মসূচির পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এনজিও এইচআইভি প্রতিরোধে নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত শক্তি প্রকল্পের আওতায় কেয়ার-বাংলাদেশ সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইউনিসেফ ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এনজিওদের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এইচআইভি/এইডস প্রিভেনশন প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে। এছাড়া এফএইচআই ৩৬০, ইমপ্যাক্ট ও বাংলাদেশ এইডস প্রোগ্রাম (BAP)-এর আওতায় দেশের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এইচআইভি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এইচআইভিতে আক্রান্তদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে কিছু কর্পোরেট সংস্থা এগিয়ে আসে তাদের মধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস অন্যতম। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস সাবসিডিতে এইচআইভি রোগীদের ঔষধ সরবরাহ করে। এসময় হতে এই সংস্থাগুলোর পাশাপাশি সুইস রেড ক্রিসেন্ট, এ্যাকশন এইড, ডিএফআইডি প্রমূখ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এইচআইভি প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান করে যার ধারা এখোনো বিদ্যমান।
পরবর্তীতে গ্লোবাল ফান্ডের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে 'ব্যবস্থাপনা সংস্থা' হিসাবে সেভ দি চিলড্রেন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশে যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধের লক্ষ্যে রাউন্ড-২ (২০০৪-২০০৯) এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এইচআইভি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য চিকিৎসা, সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে রাউন্ড-৬ (২০০৭-২০১২) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। রাউন্ড-২'এর সফল বাস্তবায়নের ফলে গ্লোবাল ফান্ডের অর্থায়নে "সম্প্রসারিত এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পে (Rolling Continuation Channel- RCC) বাংলাদেশ ছয় বছরের জন্য (২০০৯-২০১২) অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে।

আরসিসি কার্যক্রমের আওতায় এ্যাডভোকেসি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, গবেষণা, সমন্বয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এইচআইভি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য চিকিৎসা, সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে সেভ দি চিলড্রেন এবং আইসিডিডিআর,বি-এর তত্ত্বাবধানে হিজড়া ও পুরুষ সমকামীদের জন্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সকলের সমন্বিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেসব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে:

- এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচীর আওতায় এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা "এন্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগস (ARV)" প্রদান করা হচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশে এইডস-এ মৃত্যুর হার নিম্নমাত্রায় রয়েছে।
- দেশের একমাত্র সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে (IDH) এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবার মান বাড়ানো হয়েছে।
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যথা সুইয়ের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারী, নারী ও পুরুষ যৌনকর্মী এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সারাদেশে সমন্বিত কার্যক্রম চলছে যার ফলে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ নিম্নমাত্রায় রয়েছে।
- ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় পাঠ্যক্রমে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এইডস প্রতিরোধে সারাদেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যমে "বাঁচতে হলে জানতে হবে" শীর্ষক প্রচারাভিযান চলছে।
- দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট হাসপাতালে যুববান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এসব যুববান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে তরুণ-তরুণীদের শারিরীক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দেয়ার জন্য কাউন্সেলর নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- সরকারের সমন্বিত উদ্যোগের অন্যতম প্রধান সাফল্য হলো এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে দেশের প্রধান চার ধর্মের ধর্মীয় ব্যাখ্যার আলোকে স্ব স্ব ধর্মানুসারীদের জন্য বুকলেট তৈরী করেছেন। এই বুকলেটের মাধ্যমে তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধমূলক তথ্য প্রচারে নেতৃত্ব নিচ্ছেন।

ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে পরিচালিত মধুমিতা প্রজেক্ট ঝুঁকিপূ